ইস্টিশন
প্রকাশনা

নরসুন্দর মানুষ
নির্মিত

বাহান্ন বাল



জুপিটার জয়প্রকাশ

18+



বাহান্ন বাল

জুপিটার জয়প্রকাশ

একটি ইস্টিশন ইবুক

www.istishon.com



বাহান্ন বাল

জুপিটার জয়প্রকাশ

প্রথম সংস্করণ: জুলাই, ২০১৭

ইস্টিশন ইবুক

প্রকাশক

ইস্টিশন

ঢাকা,
বাংলাদেশ।

প্রচ্ছদ

নরসুন্দর মানুষ

ইবুক তৈরি

নরসুন্দর মানুষ

মূল্য: ইবুকটি বিনামূল্যে বন্টন করা যাবে।



সূচিপত্র

{ইবুকটি ইন্টারঅ্যাকটিভ লিংক ও বুকমার্ক যুক্ত, **পর্ব টাইটেল বা** বুকমার্কে মাউস ক্লিক/টাচ করে সরাসরি পর্ব-পৃষ্ঠা ও সূচিপত্রে আসা-যাওয়া করা যাবে}



ভূমিকা

আমার গামছা যেন সপ্তম স্বর্গের রুমাল
আমার পুরোনো জামা দেবতার বিজয় নিশান
আমার পকেটে ফুটো, যেন দ্বার খোলা আসমান
আমার অশ্রাব্য গালি, তারও মাঝে আছে সুর-তাল।

পরনিন্দুকের দল নিন্দা করে শ্রান্ত হয়ে যাক
আমার কাব্যের স্রোতে ভরে দেব এভিরিহোয়্যার
কবিতায় ধুয়ে যাবে ঘামে ভেজা আন্ডারওয়্যার
তারই ছন্দের সাথে তাল দেবে তেরে-কেটে-তাক।

আমি এক পৃথিবীর কবি, তবু পরিচিত নই
নামে কী বা এসে যায়? কর্মেই সবার পরিচয়
সুকর্মে সুনাম পেতে লাগে যদি অধিক সময়
গালি দিয়ে অধিকার কেড়ে নিতে কভু ভীত নই।



প্রতিদিন বাল: ০১

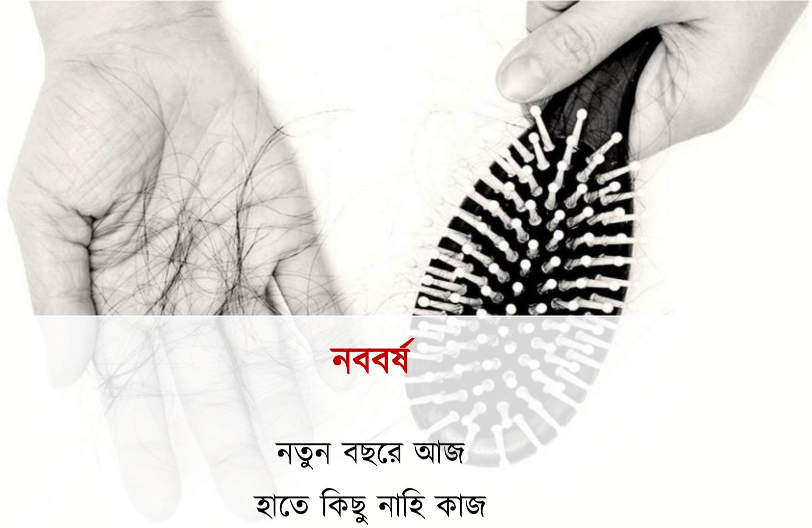
(বিষমিল্লা, যেটা গলদের শুরুতেই করতে হয়)

বারোটা বাজিয়া গেলে
ঘুমায়না ভালো ছেলে
ফেরেস্তা ডাকিয়া বলে
উঠে বাত্তি জ্বাল
মাথায় চাপা রে টোপা
মক্কা পানে ফেরা চোপা
আল্লামিয়া সেরা ধোপা,
করিবে কামাল
সাফ করে সব ময়লা
সাদা করে দিবে কয়লা
মনে হবে যেন গয়লা
দিল খাঁটি মিল্ক
মেহেরবান হলে আল্লা,
পশমের আলখাল্লা
হয়ে যায় শোভহানাল্লা
চাইনিজ সিল্ক
মাটিতে চাটাই পাত,
তুলে রাখ দুই হাত
যেদিকে রয়েছে ছাত
কিম্বা আছে চাল
মনে যদি রয় ভরসা,
মরুভূমে হয় বরষা
কালো রঙ হয় ফরসা,
টাকে হয় বাল।



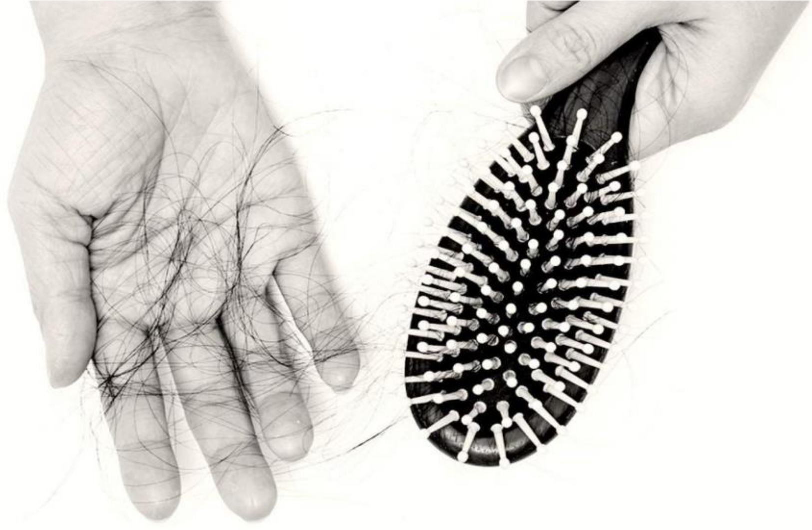
বর্ষশেষ

টেনে টেনে গুপ্তকেশ
বছর হইল শেষ
তবুও সমস্যা বাড়ে, যেমন রাবার।
হয়ে এল লুপ্ত কেশ
নামমাত্র আছে শেষ
নূতন বছরে তাহা টানিব আবার।।



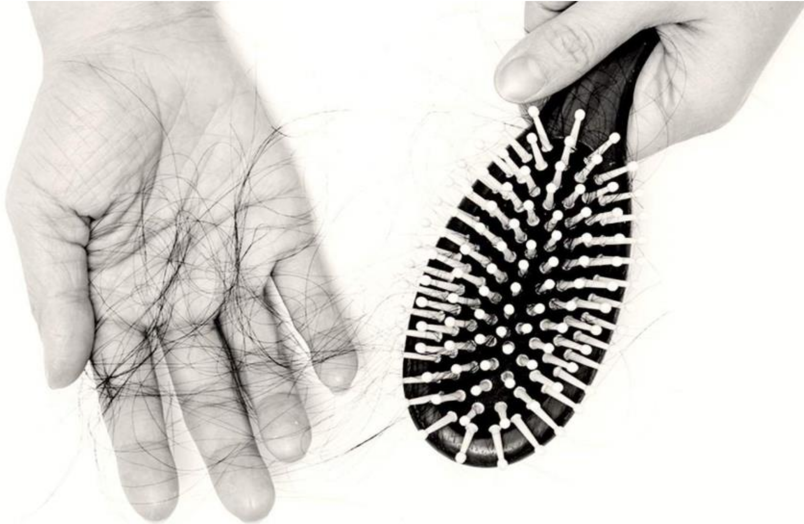
নববর্ষ

নতুন বছরে আজ
হাতে কিছু নাহি কাজ
বসে বসে করি তাই লিস্টি
আশায় বসিয়া থাকি
বোতল বাঁচায়ে রাখি
সুযোগ পেলেই হবে ফিস্টি
দুহাজার ষোলো সাল
ছিঁড়েছে অনেক বাল
তবু চালু আছে আরো গজানো
আগামী সতেরো সালে
তৈল দিয়ে সেই বালে
নূতন করিয়া হবে সাজানো।
এদিকে নূতন শিশু
ওয়ালে করিছে হিসু
সেখানে হাজার খানা লাইক
হিংসায় জ্বলিয়া যাই
আজ থেকে হবে তাই
প্রতিমাসে তিনবার স্ট্রাইক।।



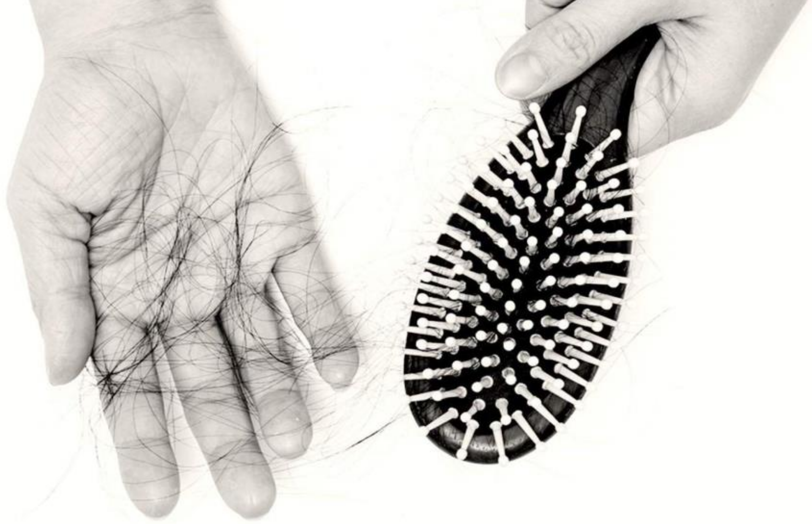
ফিরে দেখা

আঁকাবাঁকা পথখানি ছিল পিচঢাকা
আজ তার উঠে গেছে ছাল
কোথাও জমেছে জল, কোথাও বা কাদা
মাঝে মাঝে উঁচুনিচু ঢাল
গাড়িঘোড়া হেলেদুলে আসাযাওয়া সারে
যাত্রীরা সামলায় টাল
পদচারী কাদা মেখে গালাগালি করে
সরকার বসে ছেঁড়ে বাল।।



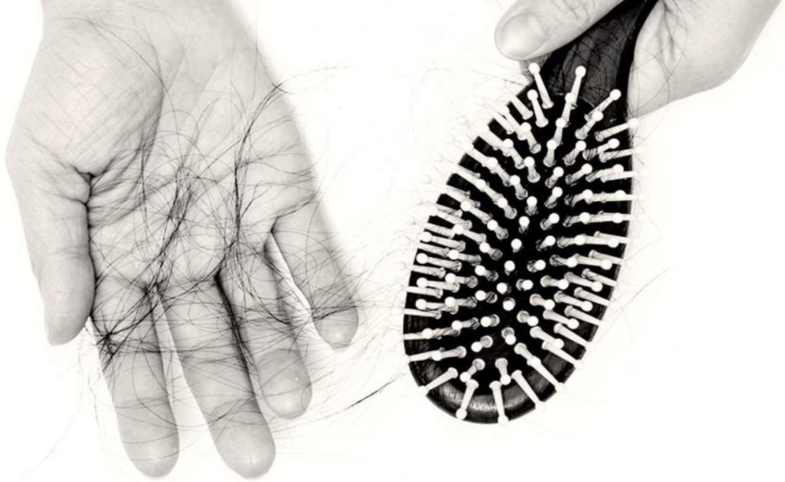
ভবিষ্যত

আকাশে মেঘের মেলা তার ফাঁকে তারাদের উঁকি
এখন যেমন আছে তেমনই থাকবে চিরকাল
অকারণে মানুষের নেওয়া কেন বদলের ঝুঁকি!
বদল আপনি হবে, সকলেরই পেকে যাবে বাল।



প্রতিদিন বাল: ০৬

ধর্মের ছাগল গুলি অন্ধকার মাঠে ঘাস খায়
যেখানে আনন্দ ছিল, আজ শুধু বলদের পাল
এভাবেই দিন কাটে, এভাবেই রাত চলে যায়
প্রত্যেক সন্ধ্যায় ছিঁড়ি সকালের বেড়ে যাওয়া বাল



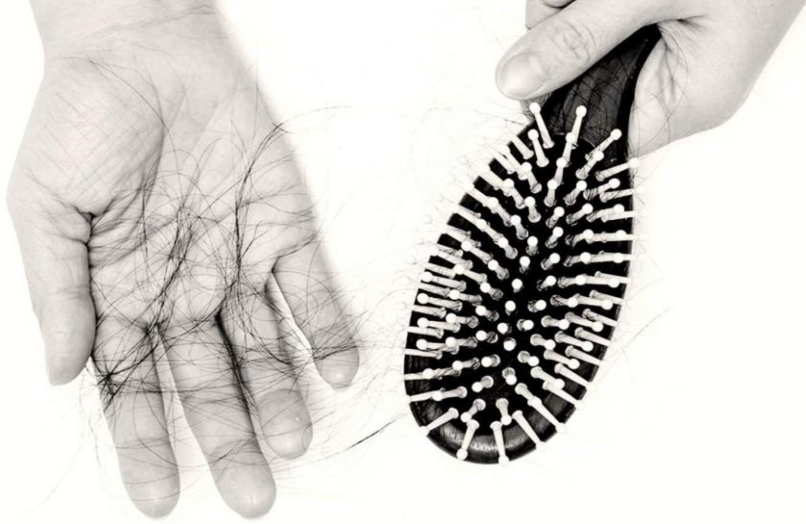
প্রতিদিন বাল: ০৭

যখন হারায় ব্লেড, খোলা পাওয়া যায়না সেলুন
অথবা পুলিশ বলে ঘরে বসে ফুলান বেলুন
রাজপথ জুড়ে চলে গরু আর ছাগলের পাল
জনগণ টিভি দেখে আর ছেঁড়ে নিজ নিজ বাল।



প্রতিদিন বাল: ০৮

আগামী গরম দিনে মুছে যাবে মুখের মেকআপ
প্রত্যেকের সাথে হবে প্রত্যেকের নিশ্চিত ব্রেকআপ
বাতাস বাড়ার মুখে আগেই নামাতে হয় পাল
অতিরিক্ত বেড়ে গেলে সময়ে কামাতে হয় বাল।।



প্রতিদিন বাল: ০৯

সময় হয়নি আজও চলতে চায় না ঘড়ি কুইক।
এনালগ সিস্টেমে নেই কোনো শর্টকাট টুইক।।
প্রগতির জেট প্লেন আকাশে উঠেই খায় টাল।
পাইলট প্যারাশ্যুটে, যাত্রীরা বসে ছেঁড়ে বাল।।



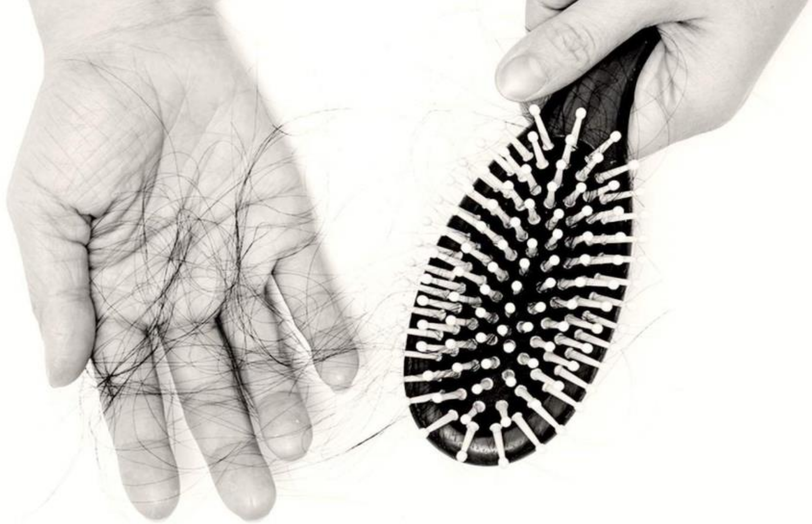
প্রতিদিন বাল: ১০

টিফিন কৌটায় আর নেই কোলাব্যাং
ফুরিয়েছে অনর্থক আনন্দের কাল
প্রতি পদে আগুপিছু দেখে ফেলি ঠ্যাং
কারণ সবাই জানে, পেকে গেছে বাল।।



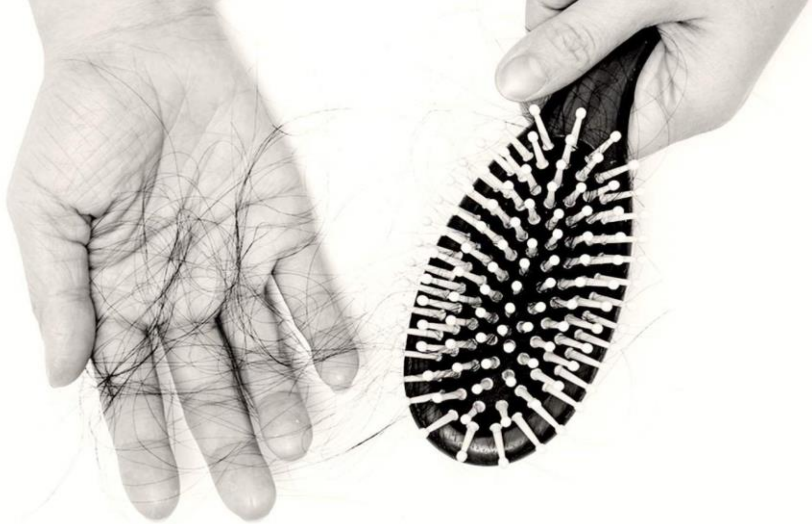
প্রতিদিন বাল: ১১

সমুদ্র শুকিয়ে গেলে শিশিরেই ভিজে নেবো আজ
সূর্য ডোবার পরে জোনাকী দিয়েও চলে কাজ
বেসুরেও গাওয়া চলে, নাইই যদি মেলে সুর তাল
কামানো যায়না শুধু, যতদিন না গজায় বাল।।



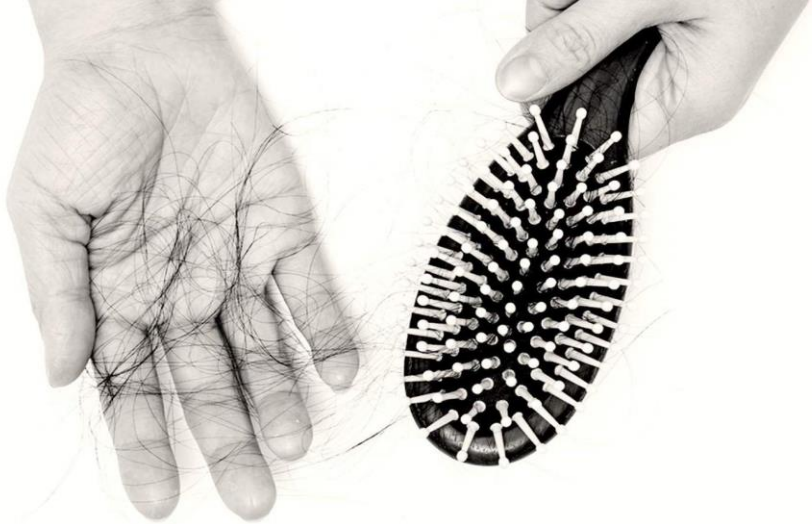
প্রতিদিন বাল: ১২

আকাশে উঠেছে চাঁদ, ফুটেছে হাজার তারা পাশে
জেগেছে বাদুড়, প্যাঁচা, ড্রাকুলাও ঘুম ভেঙে হাসে
বাদুড় খোয়াব দেখে, ড্রাকুলার মতো সেও করবে কামাল
যখন সে বড়ো হবে, হয়তোবা ততদিনে পেকে যাবে বাল



প্রতিদিন বাল: ১৩

সবার উপরে মানুষ হলেও হনুমান বসে ছাতে
তাদেরও উপরে আকাশে বেড়ায় চিল শকুনের পাল।
সকল জীবেরে সমান দেখার শিক্ষা রয়েছে যাতে
তাদের নিয়মে সমান হয়েছে গোঁপ, দাড়ি আর বাল।।



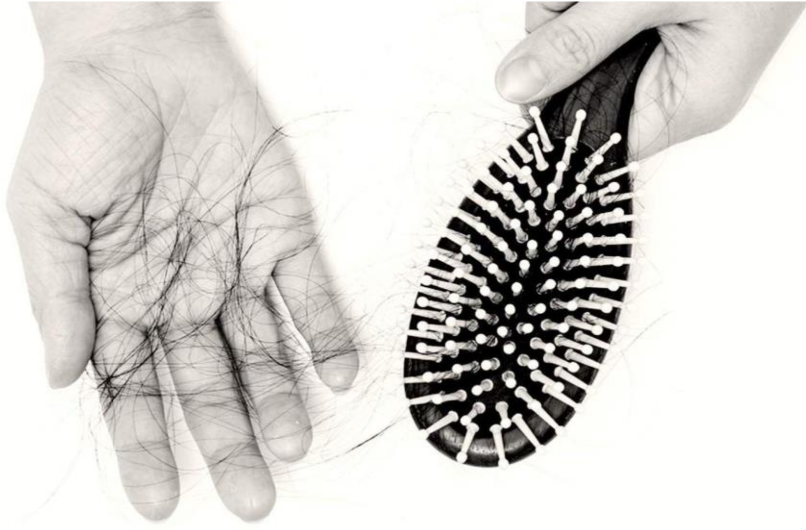
প্রতিদিন বাল: ১৪

ছিঁড়েছি বন্ধুর জামা মাঠে নেমে খেলার সময়
ছিঁড়েছি পড়ার বই তারপরে দুকানে প্যাচাল
এখন হয়েছি বড়ো, ঘুচে গেছে শাষনের ভয়
বই নেই, খেলা নেই, নিজেই নিজের ছিঁড়ি বাল।।



প্রতিদিন বাল: ১৫

মগজের মেনরোডে কারফিউ তাই
অলিগলি দিয়ে চলি সোজাপথ নাই
মোড়েমোড়ে দেখি শুধু বাতি জ্বলে লাল
লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে পেকে যায় বাল।



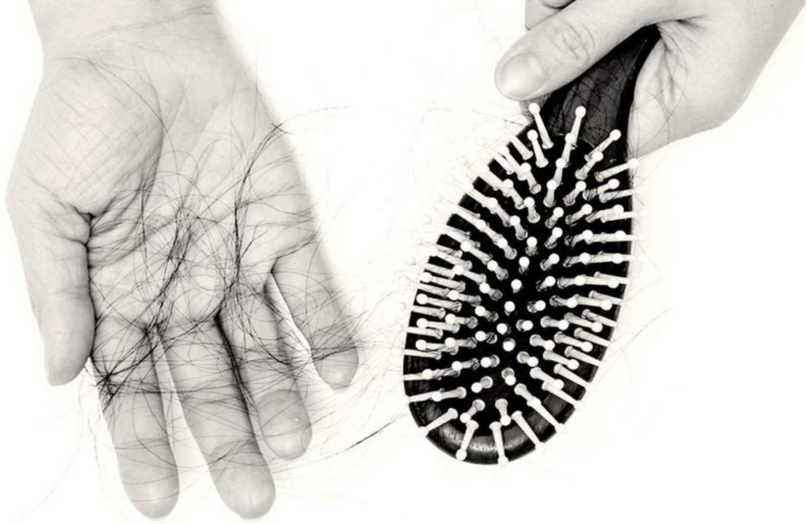
প্রতিদিন বাল: ১৬

ভেঙেছে আনন্দমেলা শব্দহীন হয়েছে সময়
রাতের কবরে ডুবে অপেক্ষায় রয়েছে সকাল
দিন গেলে রাত আসে, চক্র চলে আলোয়-কালোয়
ফেরানো যায়ান শুধু একবার সাদা হলে বাল।



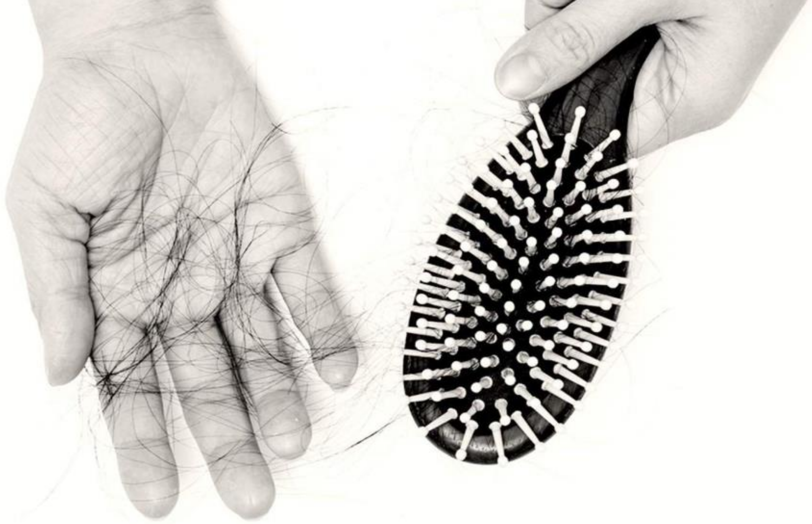
প্রতিদিন বাল: ১৭

আকাশে আঁধার এলো, নেমে এলো শীতল নাইট
উঠেছে অর্ধেক চাঁদ, ছড়িয়েছে আবছা লাইট
মাঝখানে কিছুক্ষণ এসেছিল সোনালী বিকাল
ঠিক যেন বুড়ো হয়ে মরিবার আগে পাকা বাল।



প্রতিদিন বাল: ১৮

ডবল যখন হয় ইমোশন, ডিমোশন হয় পাক্কা
সামলিয়ে রাখা, ভালো হয়ে থাকা, তবু খেতে হয় ধাক্কা
ধাক্কার পরে আক্কেল বাড়ে বদলায় হালচাল
জ্ঞানী অবশেষে ঘরে ফিরে এসে বলে ধুত্তোর বাল।



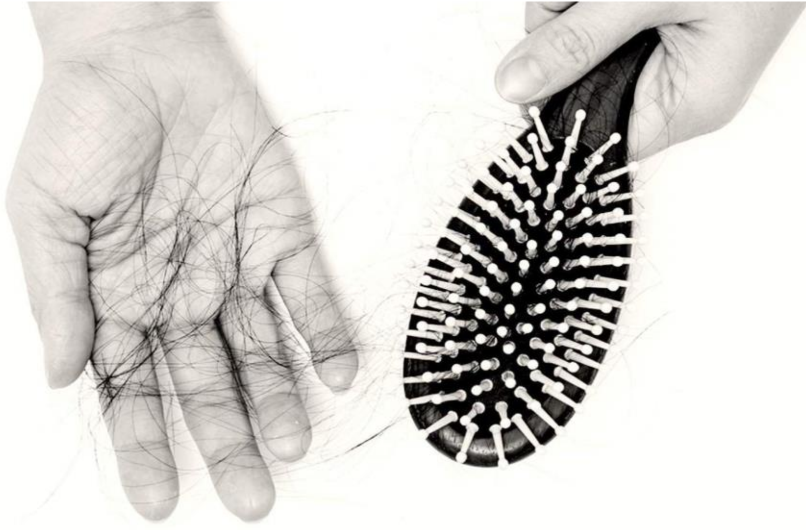
প্রতিদিন বাল: ১৯

ভাবের অভাব তবু ভেবেছিল মন
অভাবের কাব্য লিখে কেটে যাবে কাল
কষ্টকর প্রচেষ্টায় কাটায়ে জীবন
কাগজ হইল কালো, সাদা হল বাল।।



প্রতিদিন বাল: ২০

লালবাতি জ্বেলে দিয়ে দূরে রাখা মনের আঁধার
ওজন কমাতে চেয়ে কখনো বা হারায় কঙ্কাল
তবু আরো আলো চায়, আরও সে কমাতে চায় ভার
অন্তিম উপায় ভেবে নিজহাতে ছেঁড়ে নিজ বাল।



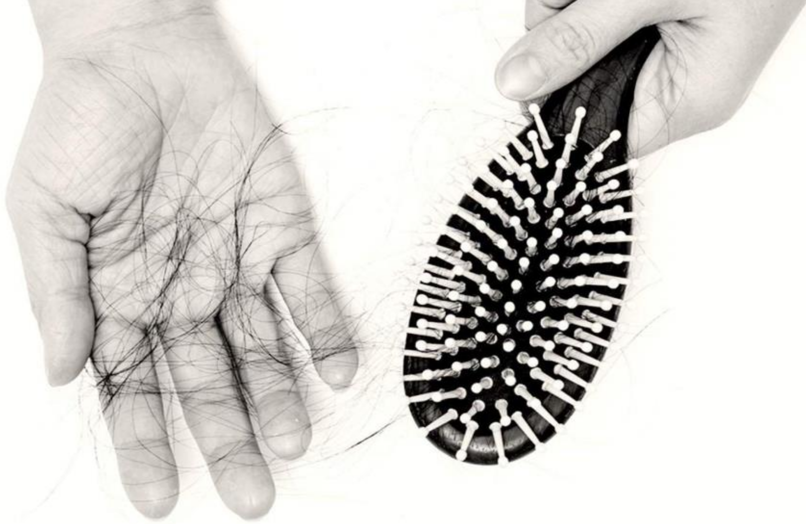
প্রতিদিন বাল: ২১

কমিউনিজমে একটাই দল, একই তার দেশপ্রেম
সকলের মাথা একইভাবে ঢাকা, সকলেরই টুপি লাল
ক্যাপিটালিজমে হাজারো ছবিতে সবার আলাদা ফ্রেম
স্বাধীনতা আছে মুকুট পরার, অথবা দেখাতে বাল।



প্রতিদিন বাল: ২২

মহাযুদ্ধ করেছিল গাছের গোড়ায়
একটি ইঁদুর নিয়ে দুইটি বিড়াল
পুরাতত্ত্ববিদ গণ এখনও কুড়ায়
সারা মহাবিশ্ব খুঁজে ঝরে পড়া বাল।।



প্রতিদিন বাল: ২৩

মাইকে যখন বাজে ঈশ্বরমহিমা
ধার্মিকেরা করে ফেলে জীবনের বীমা
সিন্দুকে মারিয়া তালা মূল্যবান মাল
মক্কা যায়, কাশী যায়, ফেলে আসে বাল।।



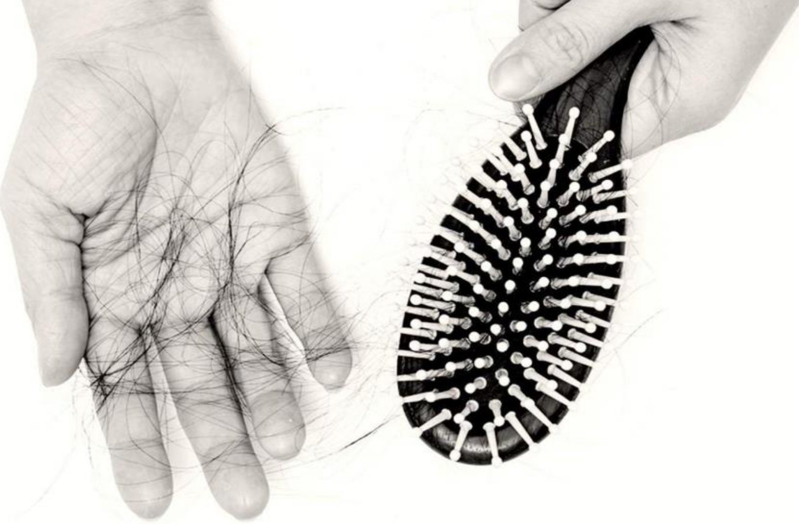
প্রতিদিন বাল: ২৪

নিরপেক্ষ ঘাস কেটে বানিয়ে কাগজ
নিরপেক্ষ কালি দিয়ে এঁকেছি সীমানা
ভাড়া করে আনিয়েছি জ্ঞানী দিগগজ
নানারঙে সাজিয়েছি মানচিত্রখানা
তবু যদি নিরপেক্ষ না হয় এ দেশ
তবু যদি থাকে দেশপ্রেমের আকাল
একমাত্র পথ শুধু থাকে অবশেষ
পরস্পর টানাটানি করে ছেঁড়া বাল।।



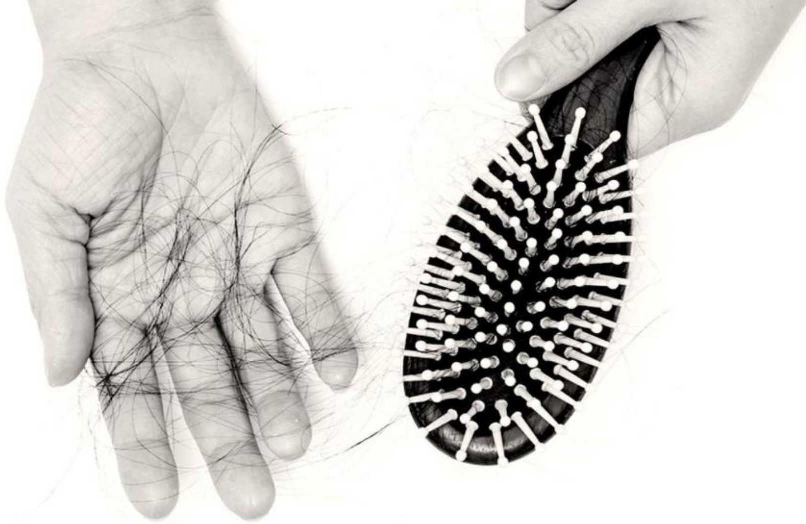
প্রতিদিন বাল: ২৫

যতই জ্বালাই আলো, বেড়ে ওঠে মনের আঁধার
অধোপতনের পথে চিহ্ন পাওয়া যায়না বাধার
পথপ্রদর্শক হয়ে দেখা দেয় আপন কঙ্কাল
খালি মগজের খুলি ঢেকে রাখে সুসজ্জিত বাল।।



প্রতিদিন বাল: ২৬

বারে বারে ফিরে আসা পুরাতন বিদ্রোহের স্মৃতি
হিসাবী মনের কোনে ঢেউ তোলে এখনও উত্তাল
সচেতন হয়ে দ্রুত দূর করে ফেলি সে বিকৃতি
লাভের হিসাব কষে গুণে গুণে বেঁধে রাখি বাল।



প্রতিদিন বাল: ২৭

খ্যাত মহাজন সাথে তাল দিয়ে চলাই প্রগতি
নিজস্ব পথের কথা নিতান্তই তুচ্ছ আজকাল
মাথা বেচে ধনী হলে কণামাত্র নেই তাতে ক্ষতি
অন্তরের অনুকৃতি ঢেকে দেবে অভিনব বাল।।



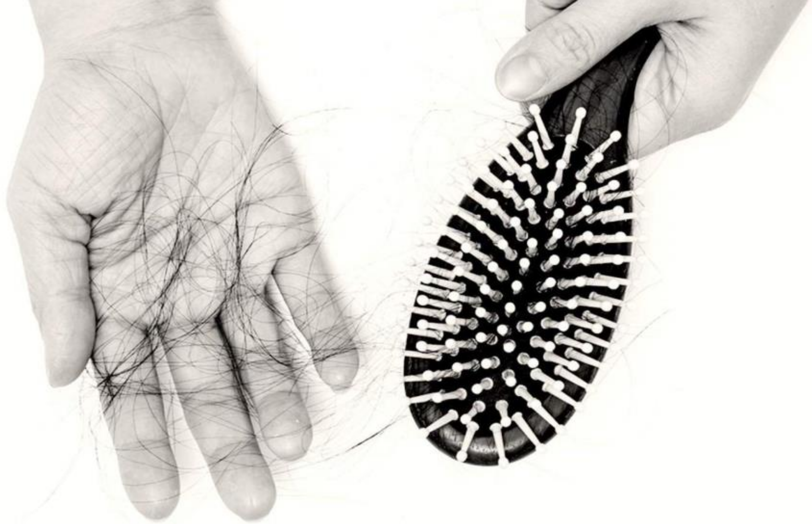
প্রতিদিন বাল: ২৮

হাবুল কাবুল মিলে করে মারামারি
একজন মরে গেল খুব তাড়াতাড়ি
এর পিছনেও আছে গায়েবী কামাল
যেমন টুপির নিচে পেকে যাওয়া বাল।



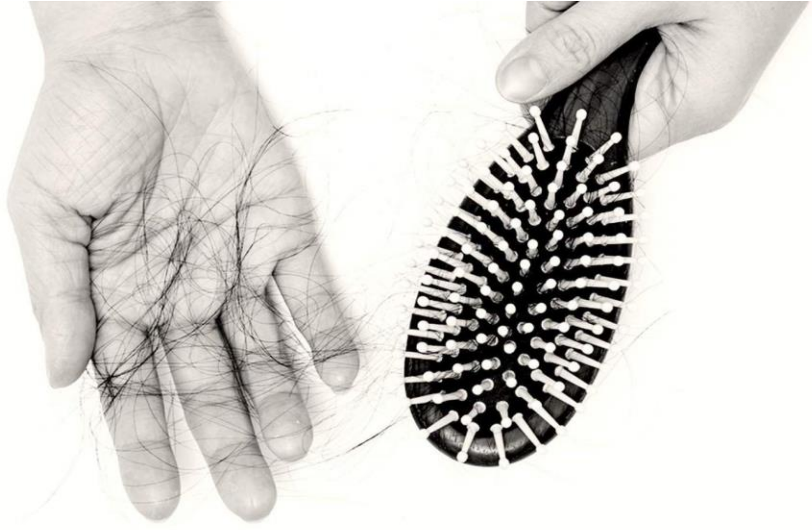
প্রতিদিন বাল: ২৯

দুনিয়া চালান যেই মহাশক্তিমান
কেবল তাঁহার তরে সমস্ত সম্মান
সন্ধান মেলেনা তবু ভক্ত পালে পাল
যেমন সম্মান পায় ঝরে যাওয়া বাল।



প্রতিদিন বাল: ৩০

যতই লাফাও তবু সীমিত উন্নতি
অথবা স্খলিত পদে পতন অকাল
যেমন মাথায় তুলে রেখেছি সম্প্রতি
তবুও ঝরেই চলে প্রতিদিন বাল।



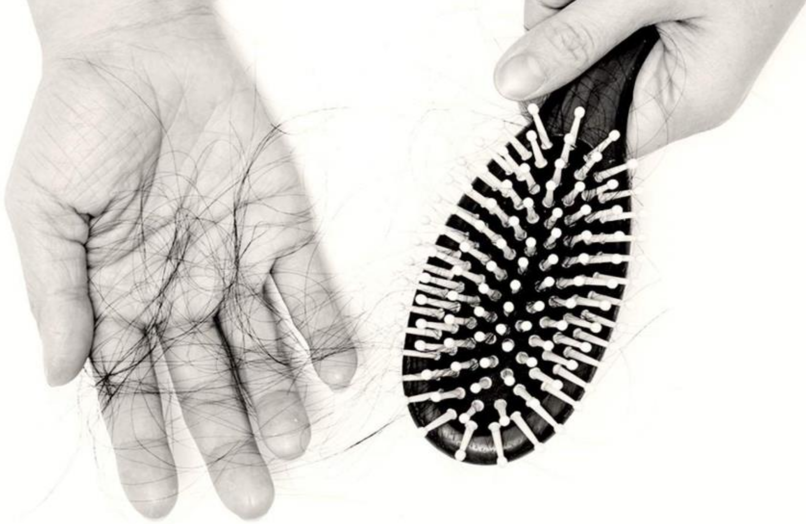
প্রতিদিন বাল: ৩১

ইতিহাসে বারেবারে ফিরে ফিরে আসে
নূতন বোতলে রাখা পুরাতন মাল
আজ যারা অপরের বাল ছিঁড়ে হাসে
একদিন ছেঁড়া যাবে সকলেরই বাল।।



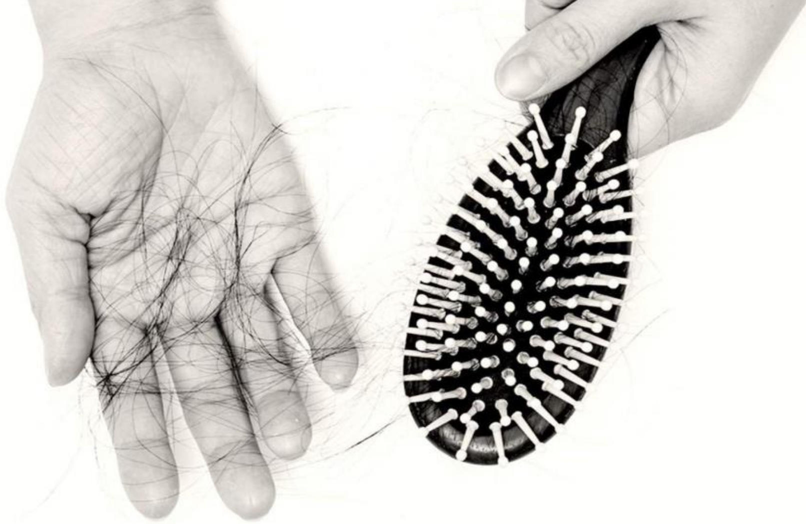
প্রতিদিন বাল: ৩২

মগজে চিন্তার চাষ, তাপমাত্রা বেড়ে দুশো-আশি
অর্গানিক প্রসেসর না হলে আগেই হত লাল
আনন্দ হারিয়ে গেছে, আর্কাইভে চলে গেছে হাসি
কপালে গজায় রেখা, অবিরত ঝরে যায় বাল।



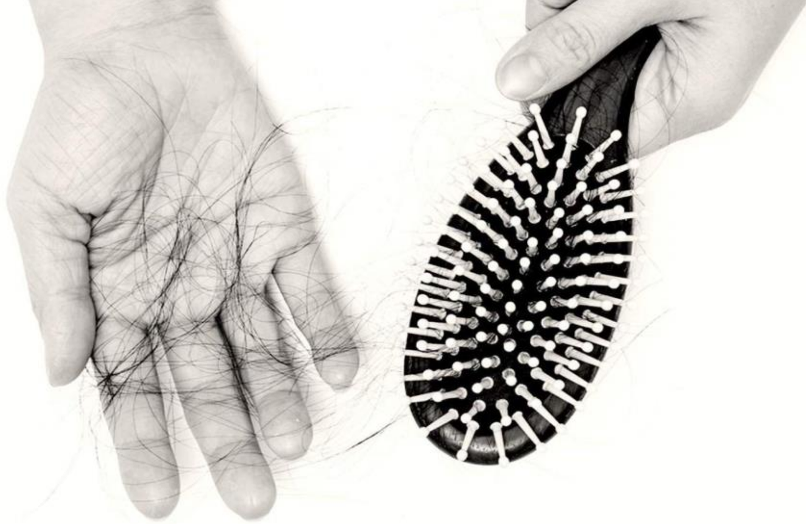
প্রতিদিন বাল: ৩৩

বাতি জ্বেলে পশ্চাতের পথ করে রাখে আলোকিত
জোনাকীর মতো কিছু বুদ্ধিমান ধর্মের আবাল
দেখে না আগামী দিনে পরিণাম রয়েছে নিশ্চিত
যতই তোয়াজে রাখো, ঝরে যায় পুরাতন বাল।



প্রতিদিন বাল: ৩৪

আকাশের পথ বেয়ে ফিরে যায় যেমন বলাকা
যেমন আপন ঘরে ফেরে গোরু-ছাগলের পাল
কিশলয় ফিরে এসে আবার সাজায় তরুশাখা
তেমন ফেরেনা কেন একবার ঝরে গেলে বাল।।



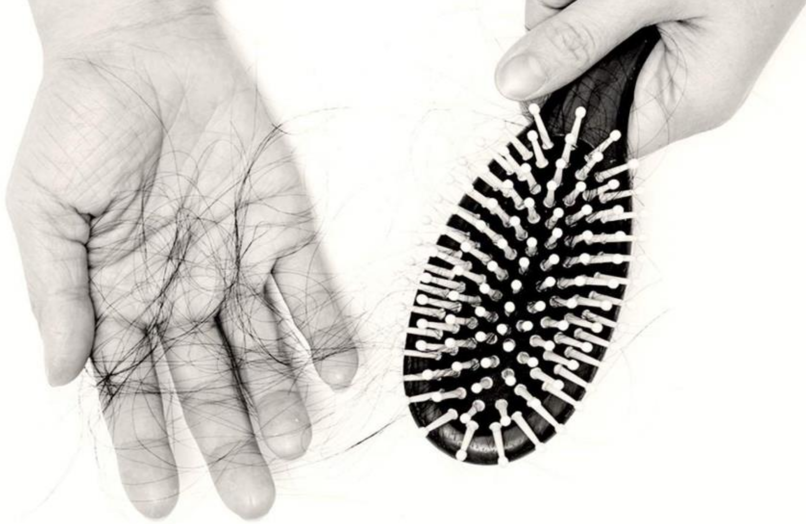
প্রতিদিন বাল: ৩৫

বিখ্যাত হওয়ার নেশা চড়ে বসে যাহার মাথায়
অখাদ্য কাহিনী শুধু লিখে চলে পাতায় পাতায়
করতালি বড় প্রিয়, আর সব কেবলই জঞ্জাল
আবাল যতই বাড়ে, অন্যদিকে ঝরে যায় বাল।



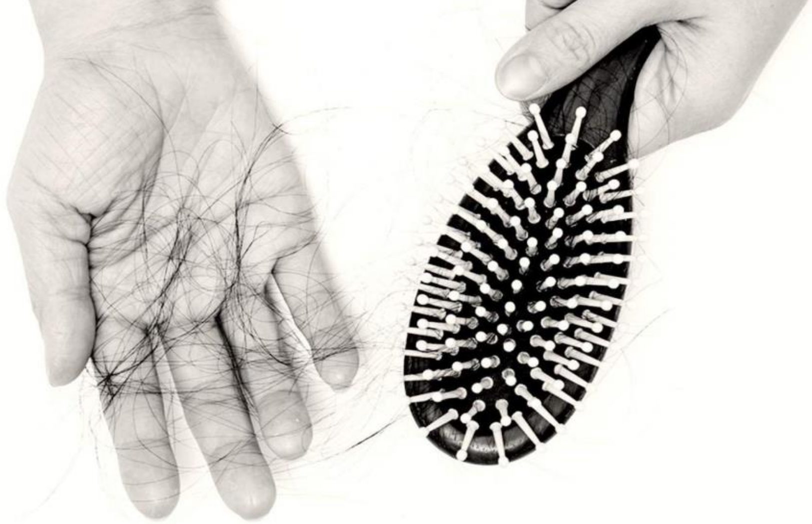
প্রতিদিন বাল: ৩৬

তস্করের মাতাপিতা চিৎকারিয়া ফাটায় গগন
ক্ষ্যাতিমান সে সময়ে থাকে আত্মসাধনে মগন
করুণার মহাস্রোতে ভেসে যায় যুক্তির জঞ্জাল
সুদীর্ঘ বিচার শেষে তস্করের ছেঁড়া যায় বাল।।



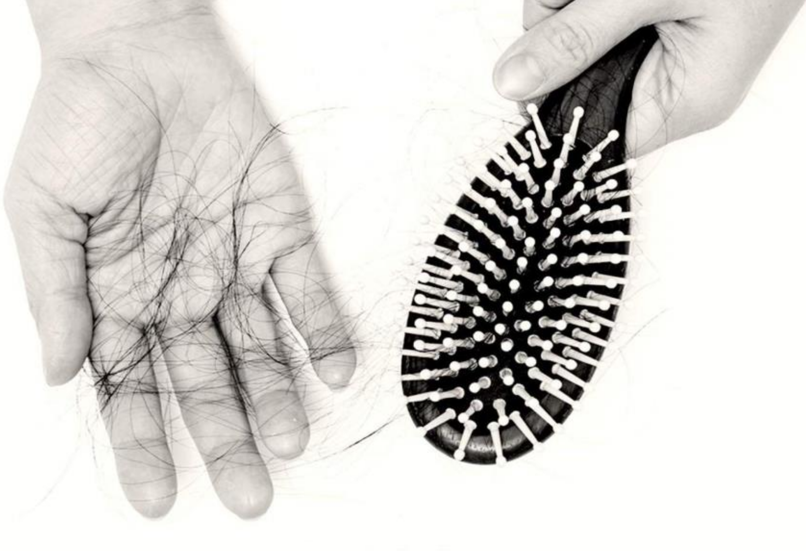
প্রতিদিন বাল: ৩৭

পশ্চাতের পথে ছোটে পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানীগণ
অন্ধকার অতীতের সুরক্ষায় নিভিয়ে মশাল
নখদন্তহীন বীর, দিবারাত্রি নিষ্ফল গর্জন
অন্যের উন্নতি দেখে উৎপাটন করে নিজ বাল।।



প্রতিদিন বাল: ৩৮

বালক করিতে গেল ভ্যালেনটাইন
বালিকার দরজায় বিরাট লাইন
গিয়াছিল যে বালক সকাল-সকাল
ফিরিল যখন ঘরে, পাকিয়াছে বাল।।



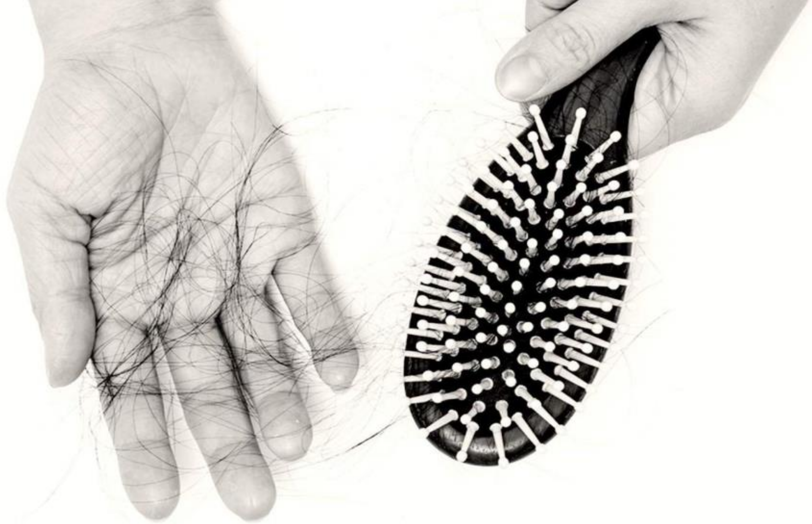
প্রতিদিন বাল: ৩৯

কাঁঠালের গাছ করিয়াছ চাষ, পাকিস্তানের আনিয়া সার
দুহাতে তাহার পত্র বিলায়ে বাড়ায়ে তুলেছ খ্যাতির ভার।
ভাবিয়াছিলে কি ছাগলের দল পত্র চিবায়ে থাকিবে খুশ?
সুস্বাদু ফলে দিবেনা নজর, পশ্চাৎ হতে দিবেনা ঢুশ?
বাস্তবে ফল তাহারাই খায় ভাঙিয়া তোমারই শিরে কাঁঠাল
এবার বসিয়া চুলকাও মাথা, ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া বিলাও বাল।।



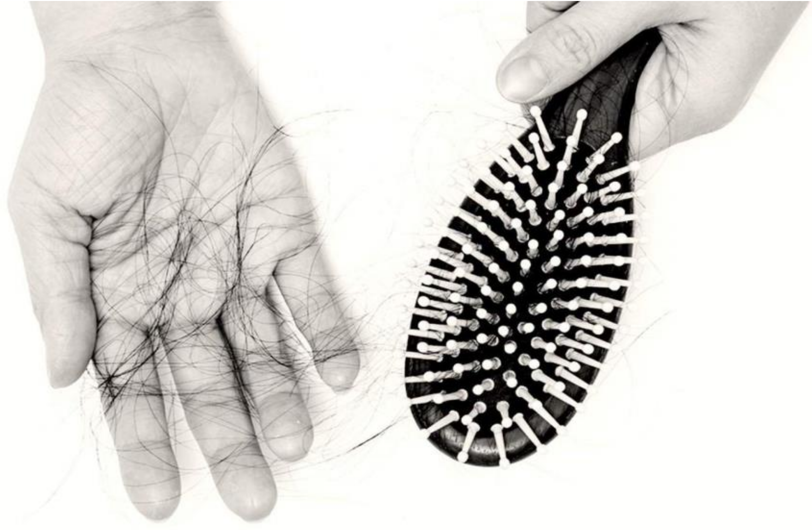
প্রতিদিন বাল: ৪০

এখন বিপ্লব জ্বলে, একদিন নিভে যাবে আলো
আজকের প্রিয় তত্ব লাগবেনা চিরদিন ভালো
শব্দহীন হয়ে যাবে আজ যারা অদম্য বাচাল
ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত, সকলেরই পেকে যাবে বাল।।



প্রতিদিন বাল: ৪১

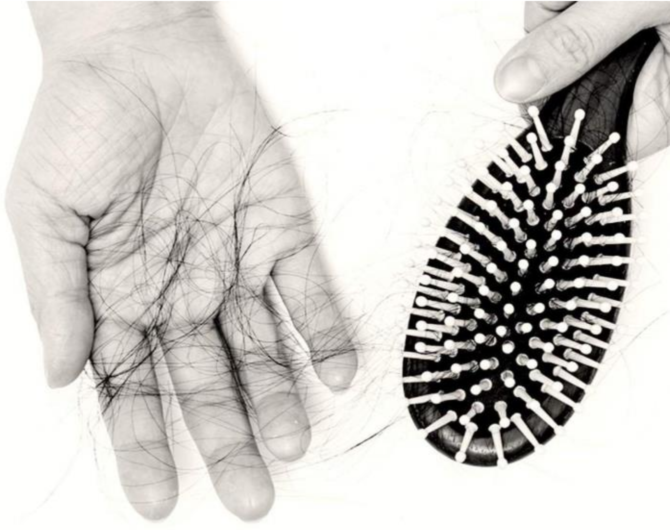
দুমদাম ফোটে ফুল স্বর্গ-বাগিচায়
মদ্যের বন্যায় সবে হাবুডুবু খায়
তার সাথে তাল দিয়ে বাহাত্তর হূরী
অস্থান-কুস্থান খুঁজে দেয় সুরসুরি।
এত স্বচ্ছদেহী তারা (লিখেছে কোরানে)
নিতান্তই খালিচোখে তাহাদের পানে
তাকালেই দেখা যায় জীবন্ত কঙ্কাল
হরর ফিল্মের মতো, খাড়া হয় বাল।।



প্রতিদিন বাল: ৪২

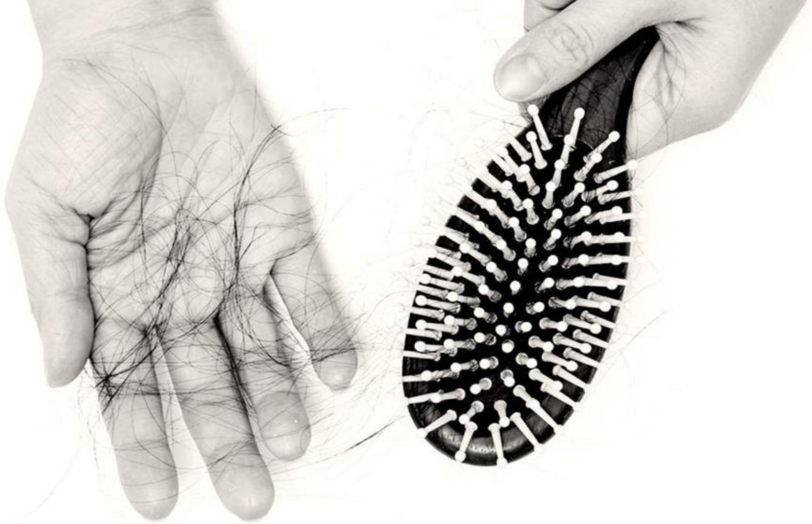
ফেটে গেছে সব বোমা, মিটে গেছে সকল আপদ
শান্তির পায়রা এসে করে গেছে চিত্রণ ধবল
দুর্বলতা কেটে গেছে, সকলেই শ্বদন্ত শ্বাপদ
স্বাগত এ সাম্যবাদ, হাততালি বাজাও প্রবল

ছোট থেকে বড় হওয়া বড় বেশি সময়ের কাজ
তার চেয়ে ভেঙে ফেলো যতকিছু রয়েছে বিশাল
সকলে চাপাও গায়ে শতভাগ সাম্যবাদী সাজ
টাকের সমতা রেখে সকলে কামিয়ে এসো বাল।।



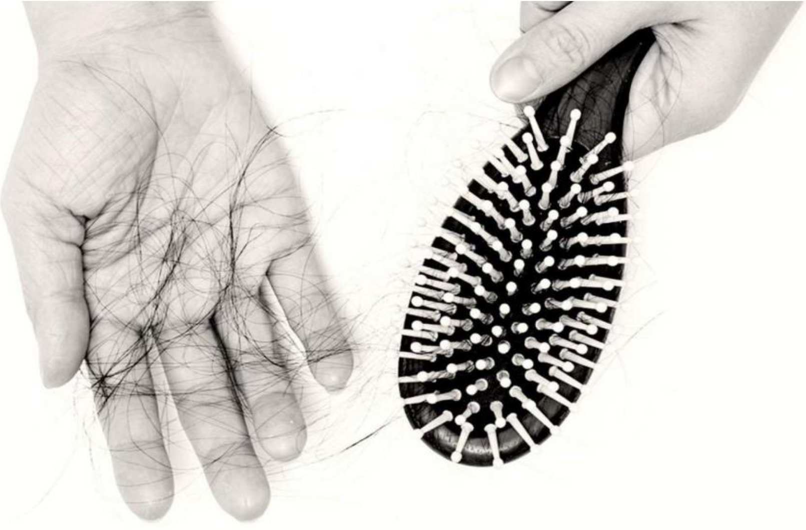
প্রতিদিন বাল: ৪৩

অন্ধকার মধ্যরাতে মদ্যপানে যারা
সরল সরণি ধরে ফেরে দিশাহারা
সেইমতো যদি চলে চিন্তা অগোছাল
পেকে যাবে, কিম্বা যাবে ঝরে সব বাল।।



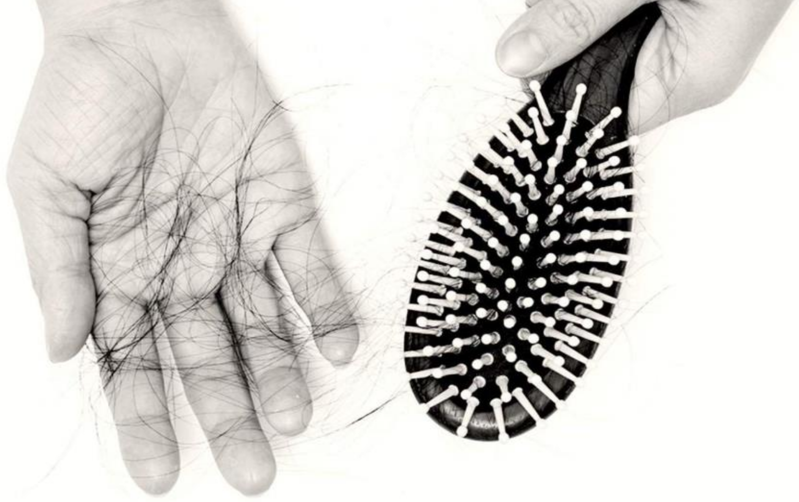
প্রতিদিন বাল: ৪৪

খনি থেকে তুলে এনে পরিশুদ্ধ করা
প্লাস্টিক বটল আর লিক-প্রুফ সিল
অবাক এ জলপান, জ্বালায় চামড়া
এভেরি উইক এন্ডে রেগুলার বিল
বিনামূল্যে যাহা পাই তাহাই দূষণ
প্রগ্রেস এরেই বলে, উন্নতি গ্লোবাল
খরচ করিলে হয় সকলই অর্জন
হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট দেয় টাকে নিউ বাল।



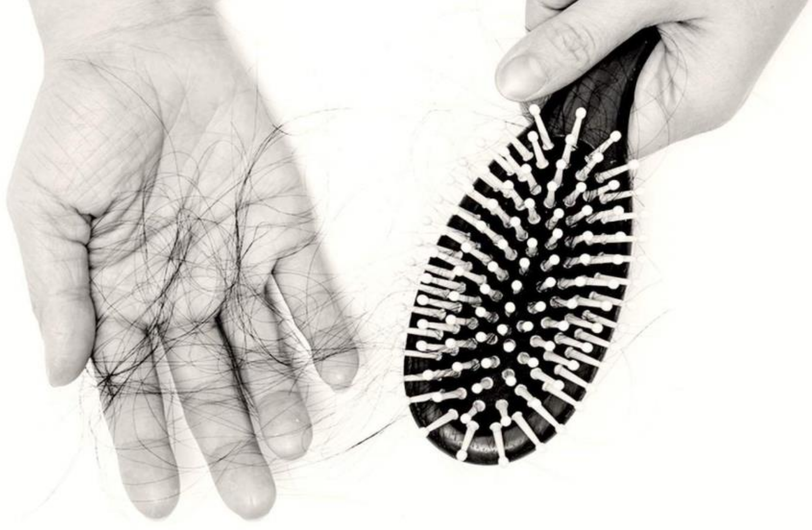
প্রতিদিন বাল: ৪৫

অনলাইনের যত বালক-বালিকা
বন্ধু বাড়িয়ে চলে ছবি দেখে দেখে।
বালের মতই বাড়ে বিশাল তালিকা।
কিছু তার ঝরে যায়, কিছু ওঠে পেকে।।



প্রতিদিন বাল: ৪৬

সোজাপথ শুধু তত্ত্বেই থাকে, বাস্তবে সবই বাঁকা
সরল মানে সে বক্র জগতে অতি ছোটো এক রেখা
সরল মানুষও যদি হয় বড়ো, বাঁকা হয় তার চাল
যেমনটি ঠিক বাড়লে বয়স সাদা হয়ে যায় বাল।।



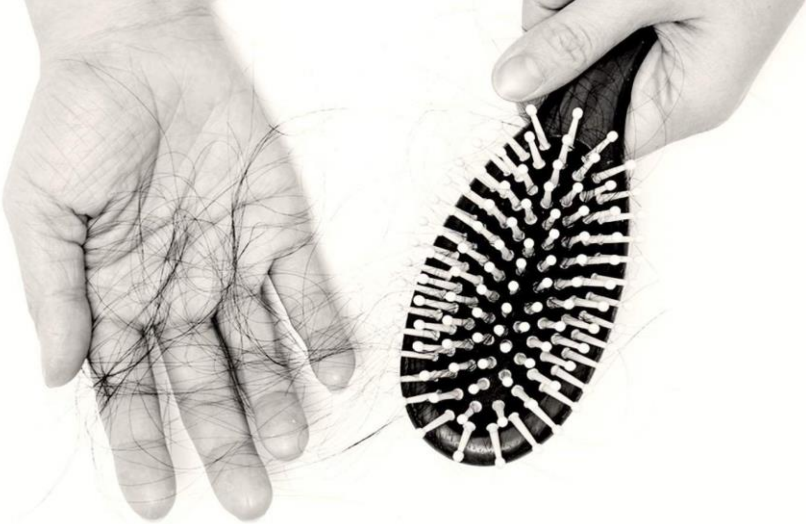
প্রতিদিন বাল: ৪৭

সাগরের মাছ খাবে, ম্যাও তাই মেখেছে অয়েল
জড়িয়ে নিয়েছে গায়ে পলিথিন পাতলা ফয়েল
প্রস্তুতি সম্পূর্ণ, তবু বংশগতভাবে সে বিড়াল
ঢেউ ওঠাপড়া দেখে ভয়ে খাড়া হয় তার বাল।।



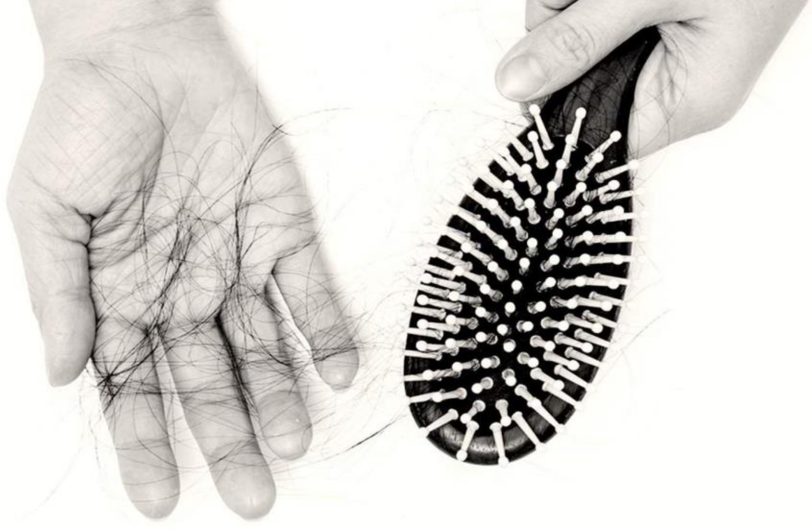
প্রতিদিন বাল: ৪৮

রয়েল টাইগার করে বাংলায় গর্জন
বিজাতীয় ভাষা সব করিয়া বর্জন
শুনায় সতর্কবাণী, যেসব বানরে
মাতৃভাষা ভুলে গিয়ে অন্যভাষা ধরে
ফাটাইয়া মুন্ড তার ছাড়াইব ছাল
হাড়মাস চিবাইব, উড়ে যাবে বাল।



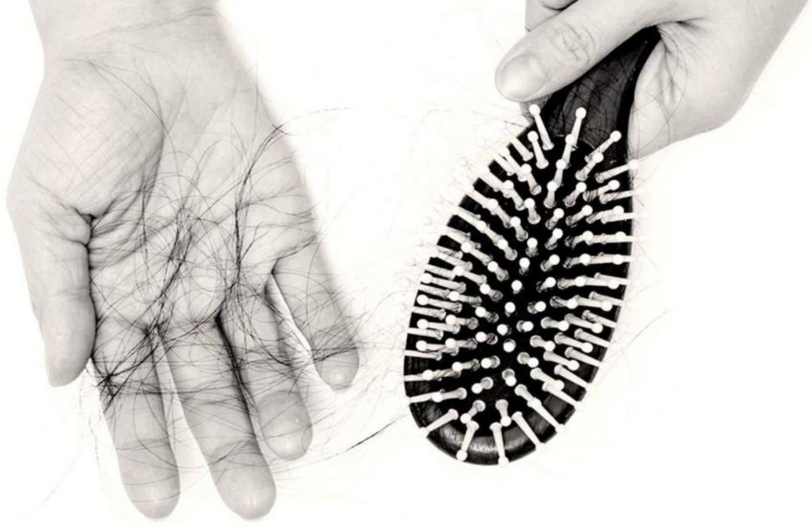
প্রতিদিন বাল: ৪৯

ঈশ্বরের শুভেচ্ছায় সুনিশ্চিত হবে যুদ্ধজয়
অতএব প্রাণ দাও তুচ্ছ করে মরণের ভয়
সাথেই আছেন প্রভু, সবচেয়ে তিনি শক্তিমান
তবুও ভুলোনা যেন তলোয়ারে রোজ দিতে শান
তিনিই রক্ষক তবু যুদ্ধকালে হাতে রেখো ঢাল
কারণ, মরিলে তুমি, ঈশ্বরের ছেঁড়া যায় বাল।।



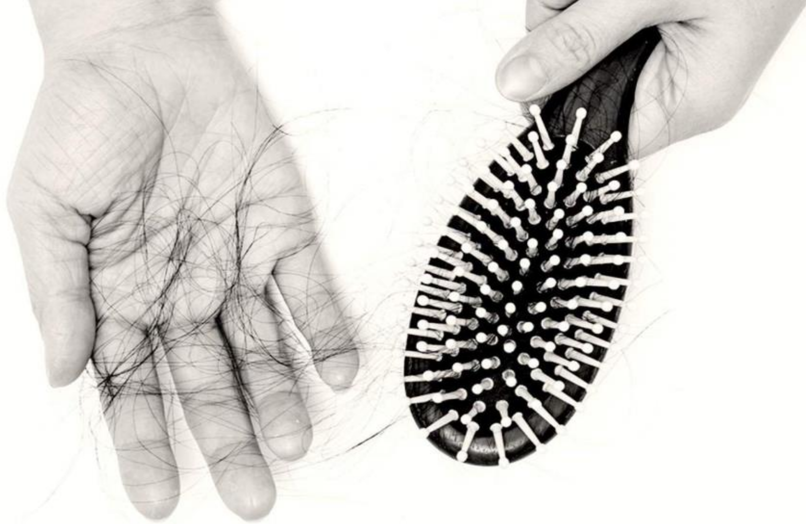
প্রতিদিন বাল: ৫০

হ্যাপি হোলি মুবারক, রংবাজি করে নাও আজ
পেটমোটা বিড়ালেও রঙ মেখে ধরে বাঘা সাজ
রঙ মেখে মুখ ঢাকা অতি সাধারণ আজকাল
খাবারেও রঙ মেশে, রঙ মেখে সেজে ওঠে বাল।।



প্রতিদিন বাল: ৫১

যেথাসেথা হিসু করা শিশুদের মৌল অধিকার
সবকিছু খায় আর লাদি ছেড়ে বেড়ায় ছাগল
অজ্ঞানী নিয়েছে দায় উপদেশ বিলি করিবার
যা খুশি বলার কাজ ভালভাবে চালায় পাগল।
তেমনই রয়েছে কিছু অন্ধকার প্রজাতির প্রাণী
অতীতের নিচে যারা চাপা দেয় বর্তমান কাল
বাস্তব ভুলিয়ে রাখে কল্পনার অবাস্তব বাণী
যেমন কলপ দিয়ে চাপা থাকে পেকে যাওয়া বাল।



প্রতিদিন বাল: ৫২

বিশুদ্ধ বাংলায় লিখে পরে দেখি বোঝেনাই কেহ
বিজাতীয় বাক্য ভেবে বন্ধুজনে করেছে সন্দেহ
তথাপি প্রচেষ্টা ছিল, আশা ছিল আর ছিল ভাষা
যে ভাষা বোঝেনা কেহ (শুনে হাসে, ভাবিয়া তামাশা)
সে ভাষায় প্রকাশিয়া আপনার অন্তরের কথা
কাঁপাইতে মহাবিশ্ব, ঘুরাইয়া দিতে সব মাথা
ভাসাইতে চরাচর, মিটাইতে সমস্ত জঞ্জাল
নিষ্ফল চেষ্টার ফলে ঝরে গেছে মস্তকের বাল।।



বাহান্ন বাল

বাংগালী মাত্রই প্রতিদিন যাহা ছিঁড়িয়া অভ্যস্ত তাহাকে এক কথায় বলা হয় **বাল**! জীবনের প্রতিটি ক্ষণে মোরা প্রতিনিয়ত সকল দর্শনের বাল উত্তোলন করে থাকি ক্লান্ত না হইয়াই; খুব কম সংখ্যক রসিক মানুষ রহিয়াছেন যাহারা এই উত্তোলিত বাল বাঁধিয়া জমাইয়া রাখিতে পারেন এবং তাহা দিয়া সমাজ ব্যবস্থাকে বিদ্রুপ করিতেও পারেন; **জুপিটার জয়প্রকাশ** ঠিক তেমনই জাতের মানুষ!

কত সহজ স্বাভাবিক ভাষার বিদ্রুপে সমাজের সকল ক্ষত তুলিয়া ধরা সম্ভব তা বুঝিতে হইলে অভিনব এই ইবুক সংকলনখানি না পড়িয়া উপায় নাই!

নরসুন্দর মানুষ

একটি ইস্টিশন ইবুক

www.istishon.com

